ইউনিট - ১৬

আদর্শ জীবনচরিত - ৩

ভূমিকা

এ ইউনিটে হরিচাঁদ ঠাকুর এবং প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনচরিত পরিবেশিত হয়েছে। উভয় জীবনচরিতই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণিত হয়েছে। এবার মহাপুরুষদের জীবন কাহিনীতে প্রবেশ করার পূর্বে সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

ক. হরিচাঁদ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব। নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে একত্রিত করা এবং তাদেরকে হরিনাম কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর বিশেষ অবদান। তাঁর অনুসারীদেরকে বলা হয় ‘মতুয়া’।

এই পাঠটিতে মতুয়াবাদের মূলকথা, তাদের ভক্তির স্বরূপ, ঠাকুরের আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

খ. প্রভু জগদ্বন্ধু

মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ায় প্রভু জগদ্বন্ধুর জন্ম হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুরে। জন্মাবধি তিনি ছিলেন হরিনামের ভক্ত। বৃন্দাবনে কঠোর সাধনা করে তিনি রাধারাণীর কৃপা লাভ করেন। ফরিদপুরে ফিরে এসে তিনি শ্রী অঙ্গন প্রতিষ্ঠা করে মহানাম কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। তিনি ফরিদপুরের সাঁওতাল বাগদী এবং কলকাতার ডোমদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করেন।

এ পাঠে তাঁর ধর্ম সাধনাও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠ-১ হরিচাঁদ ঠাকুর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পিতা-মাতার পরিচয় লিখতে পারবেন।
- ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কাহিনী বলতে পারবেন।
- হরিচাঁদ ঠাকুরের মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় এবং এই সম্প্রদায়ের মূলকথা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অনেক দিন আগের কথা। বাংলা ১২১৮ সালের ফাল্গুন মাস। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে মহা বারুণি স্নানের শুভদিনে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ওড়াকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দি গোপালগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামটি শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান।

হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতার নাম যশোমন্ত ঠাকুর। এবং মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। পিতা যশোমন্ত ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁর গৃহে সাধু বৈষ্ণদেব সমাগম হত। মুখডোবা গ্রামের সাধু রামকান্ত প্রায়ই আসতেন এঁর বাড়িতে। ধর্মপ্রাণ রামকান্ত আচার-আচরণে ছিলেন বালকের মত সরল। যশোমন্তের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীকে তিনি মা বলে ডাকতেন। এই অন্নপূর্ণাদেবীর একদিন ভাবাবেশ হয়। তিনি দেখতে পান ব্রজের শিশুকৃষ্ণ যেন তাঁকে 'মা' 'মা' বলে ডাকছে। আর কোলে এসে পান করছে তাঁর বুকের দুধ। অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীকে ঘটনাটি জানালেন।

ঐ দিন দুপুরে সাধু রামকান্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন যশোমন্ত ঠাকুরের গৃহে। অন্নপূর্ণাদেবীর ভাবাবেশে দেখা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শুনে তিনি বললেন, "মা তোমার গর্ভে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করবেন।"

এই রামকান্ত ছিলেন বাক্যসিদ্ধ সাধক। যাকে যা বলতেন ঠিক ঠিক তা হয়ে যেত। অন্নপূর্ণাদেবীর ভাবাবেশ ও সাধু রামকান্তের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে বাসুদেব অন্নপূর্ণাদেবীর গর্ভে হরিচাঁদ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

হরিচাঁদ যশোমন্ত ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর প্রথম পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস। এছাড়া বৈষ্ণবদাস, গোরীদাস ও স্বরূপদাস নামে তাঁর আরও তিন পুত্র ছিল।

শৈশব থেকেই হরিচাঁদ ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তিনি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন মাত্র কয়েক মাস। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সমুদয় বর্ণমালা ও গণিতের সংখ্যা শিখে ফেলেন তিনি। তাঁর ছিল প্রখর মেধা। কিন্তু বিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডীবদ্ধ পাঠ তার যেন ভাল লাগল না। প্রকৃতির উদার আহ্বানে সাড়া দিলেন তিনি। বিদ্যালয় ছেড়ে নেমে এলেন মাঠে। রাখাল বন্ধুদের সাথে মিশে তিনি গোচারণ করেন, তাদের সাথে খেলাধুলা করেন। তাঁর যেমন ছিল দেহের সৌন্দর্য তেমন ছিল গানের গলা। মাঝে মাঝে ভজনগীতি শুনিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতেন। রাখাল বালকদের কাছে হরিচাঁদ বড়ই প্রিয়। তারা তাঁকে 'রাখাল রাজা' বলে ডাকত।

ঠাকুরের অলৌকিকত্ব

ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। রাখাল বালকদের মধ্যে ব্রজ, নাটু এবং বিশ্বনাথ ছিল তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ। একদিন বিশ্বনাথকে মাঠে দেখা গেল না। নাটু বলল, বিশ্বনাথের বিসূচিকা রোগ হয়েছে, ভেদ বমি হচ্ছে। হরিচাঁদ আর দেরি করলেন না। বন্ধুদের নিয়ে বিশ্বনাথের বাড়িতে গেলেন। বিশ্বনাথের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হরি, বিশা বুঝি আর বাঁচে না, আজ ছেড়ে যায় তাঁর বিশ্বনাথ।" তখন হরিচাঁদ বললেন, "আইলাম বিশারে কিনিতে।" এরপর তিনি বিশ্বনাথকে হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, "চল গোষ্ঠে যাই।"

> "এত বলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।
> নিদ্রাভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল।।"

এই ঘটনায় সবাই অবাক। বিশাকে নিয়ে সবাই গোষ্ঠে চলে গেলেন।

এ ঘটনা থেকে হরিচাঁদের মধ্যে যে অলৌকিকত্ব রয়েছে তা প্রচার হয়ে গেল। নিরাময়ের আশায় দলে দলে রুগ্ন ব্যক্তি আসতে লাগল তাঁর কাছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতি কোন শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা ছিল না।

ঠাকুরের মতবাদ

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর কোন নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন নি। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তির ধর্মের প্রবহমান ধারাকে তিনি আরো সহজভাবে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই সহজ পথে প্রেম-ভক্তির সাধনার নাম 'মতুয়াবাদ'। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় মতুয়া। মতুয়া শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়: হরিঠাকুরের নামে মৌতাত বা আমেজ এসেছে যার সেই মতুয়া। ভাষ্যকাররা বলেন, "হরিনামে যার আঁখি ঝরে, সাধু সঙ্গে যার প্রাণ ভরে এবং জীব প্রেমে যার হৃদয় গলে, সেই-ই মতুয়া।" এক কথায় আস্তিক মাত্রই মতুয়া।

হরিচাঁদ সম্প্রদায়ের পরিচিতি

হরিচাঁদ সম্প্রদায়ের নাম মতুয়া সম্প্রদায়। এরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। এই একেশ্বর বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম নন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবান। এই ভগবানকে লাভ করার উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম করা। 'যেই নাম সেই হরি, ভজ নিষ্ঠা করি'। নাম আর নামী অভেদ। তাই মতুয়া সম্প্রদায়ের ভজনের পথ হচ্ছে নামসংকীর্তন। তাদের বিশ্বাস ভক্তিতেই মুক্তি।

মতুয়াবাদের মূলকথা

মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন হচ্ছে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত সাধন পথের মূলকথা। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা-এই তিনটি হচ্ছে মতুয়াবাদের স্তম্ভ। ঈশ্বরলাভ বা সত্যদর্শন হলো সাধনার লক্ষ্য। আর ঈশ্বর লাভের জন্য চাই প্রেম। প্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। তখন প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

সারাংশ

গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে **১২১৮** সালে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যশোমন্ত ঠাকুর এবং মাতা অন্নপূর্ণাদেবী বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হরিচাঁদ শৈশব থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। হরিচাঁদের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় মতুয়া।

পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। আর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন। হরিনামে আঁখি ঝরে, সাধু সঙ্গে প্রাণ ভরে, জীবে প্রেমে যার হৃদয় গলে তিনি মতুয়া। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। আর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. হরিচাঁদ ঠাকুরের পিতা-মাতার নাম কি?

ক. যশোমন্ত ও অন্নপূর্ণা	খ. যশোমন্ত ও অন্নদা

গ. যশোধন ও কল্পনা	ঘ. যশোজীবন ও ভবানী

২. বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত কোন বন্ধুকে হরিচাঁদ ঠাকুর অলৌকিকভাবে সুস্থ করেছিলেন?

ক. ব্রজকে	খ. নাটুকে

গ. বিশ্বনাথকে	ঘ. হরিধনকে

৩. হরিচাঁদ ঠাকুর প্রেমভক্তির ধর্মকে সহজভাবে সাধনার যে পথ দেখিয়ে গেছেন তাকে কি বলা হয়?

ক. ঠাকুরবাদ খ. মতুয়াবাদ
গ. মতুয়াদর্শন ঘ. মতুয়াধর্ম

৪. মতুয়াবাদের তিনটি স্তম্ভ কি কি?
ক. সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা খ. কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি
গ. পূজা, নামকীর্তন ও উপবাস ঘ. ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান

পাঠ-২ হরিচাঁদ ঠাকুর (অবতার ও আদর্শ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তদের কি বিশ্বাস তা বলতে পারবেন।
- হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভক্ত বন্দনায় হরিচাঁদ ঠাকুর কি করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হরি সাধনায় দ্বাদশ আজ্ঞা লিখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

হরিচাঁদ ঠাকুর পূর্ণ অবতার

ঈশ্বর যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। হরিচাঁদ ঠাকুরও তেমনি একজন অবতার পুরুষ। তাঁর জন্মের পূর্বেই মা অন্নপূর্ণাদেবীর ভাবাবেশের কথা শুনে বাকসিদ্ধ সাধক রামকান্ত বলেছিলেন, "মা তোমার গর্ভে ব্রজের বাসুদেব আসছেন।" ঠিকই দেখা গেল যথাসময়ে অন্নপূর্ণাদেবীর গর্ভে বাসুদেব হরিচাঁদ রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। বাল্যকালেই হরিচাঁদের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটে। আর যে শক্তি বলেই তিনি মানুষের কল্যাণ সাধন ও ধর্মসাধনার সহজ পদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন।

তাই ভক্তদের বিশ্বাস —

"রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ
সর্বহার মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।"

অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুর ভগবানের পূর্ণাবতার।

ঠাকুরের আদর্শ

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুসারীদেরকে সংসারী হয়ে ধর্মচর্চা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজেও ছিলেন সংসারী। তাঁর ছিল দুই পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁর পুত্র দুজনের নাম গুরুচরণ এবং উমাচরণ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর গুরুচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রধান রূপে পূজিত হন।

সামাজিকভাবে ঠাকুর এদেশের নিম্নবর্ণের অবহেলিত সম্প্রদায় নমঃশূদ্রদের একতাবদ্ধ ও সনাতন ধর্মে একনিষ্ঠ থাকার প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক যদিও ঠাকুরের অনুসারী হয়েছে তথাপি এদেশের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক বেশি করে ঠাকুরের মত এবং আদর্শের অনুসারী হয়ে চলেছে।

ঠাকুরের জীবন ও আদর্শের বাণী নিয়ে হরিভক্ত তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেছেন শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত নামক গ্রন্থ।

শ্রীঠাকুরের অলৌকিক মহাপ্রয়াণ

হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাময় জীবন ক্রমেই শেষ হয়ে আসে। তিনি একদিন গোলক, হীরামন, তারক, মহানন্দ, দশরথ, ব্রজ, নাটু- এদের নিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ করে ঠাকুর ভক্তবন্দনার বাসনা ব্যক্ত করলেন। সকলেই বিস্ময়বোধ করে এ কাজ থেকে ঠাকুরকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ঠাকুর নাছোড়বান্দা। কোনমতেই ঠাকুরকে নিরস্ত করা গেল না। তিনি উপস্থিত ঐ সাতজনের প্রত্যেককে এক একজন ঋষিকল্প ব্যাখ্যা দিলেন। তারপর ঠাকুর বাল্যলীলার 'রাখাল রাজা' ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ হাতে সবার মাথায় ফুল রেখে আভূমি প্রণাম করলেন। ঠাকুরের উত্তরীয় উড়ে গিয়ে সকলকে স্পর্শ করল। ঠাকুরের পরশে এদের সকলেরই দিব্য দৃষ্টি লাভ হল। তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, শ্রীঠাকুরের ব্রহ্মতালু ভেদ করে এক মোহনীয় আলোকরশ্মি ঊর্ধ্বাকাশে চলে গেছে। আর রংধনুর সাতরঙে সাজানো দিব্য সিঁড়ি বেয়ে

ঠাকুর অসংখ্য পার্ষদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র দেব-দেবী পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁদের উপর করছেন পুষ্প বৃষ্টি। সেই পারিজাত পুষ্প কুড়াতে গিয়ে ভক্তবৃন্দ দেখলেন ঠাকুর নেই। সবাই শোকাকুল। ঠাকুরের মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে হাস্যোজ্জ্বল হয়েই শোভা পাচ্ছে। বাংলা ১২৮৪ সনের ২৩শে ফাল্গুন বুধবার শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশ

১ হরিসাধনার দ্বাদশ আজ্ঞা:

ক. সদা সত্য কথা বলবে।
খ. পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।
গ. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে।
ঘ. জগৎকে প্রেম করবে।
ঙ. সকল ধর্মে উদার থাকবে।
চ. জাতিভেদ করবে না।
ছ. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।
জ. প্রত্যহ প্রার্থনা করবে।
ঝ. ঈশ্বরে আত্মদান করবে।
ঞ. বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না।
ট. ষড়রিপু বশে রাখবে।
ঠ. হাতে কাম, মুখে নাম করবে।

২। গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।।

৩। কর্মক্ষেত্র সংসারেতে কর্ম মহাবল।
সকলেই পায় কর্ম অনুযায়ী ফল।।

সারাংশ

ভগবান বাসুদেব অবতাররূপে হরিচাঁদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির সামর্থ্য দেখে ভক্তগণ তাকে পূর্ণাবতার বলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের নাম মতুয়াবাদ। সংসার ধর্ম রক্ষা করে হরিনাম ভজন-কীর্তনেই জীবের কল্যাণ। নাম ও নামী অভেদ। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা অনুশীলন করতে পারলে প্রেমময়ের কৃপালাভ সম্ভব। তাঁর ভক্তদের মধ্যে নমঃশূদ্র শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশি। ১২৮৪ সালের ২৩শে ফাল্গুন ঠাকুর এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ইহলীলা সংবরণ করেন।
তাঁর জীবনাদর্শ ও বাণী অগণিত ভক্তকে সৎ ও ধার্মিক হয়ে জীবন যাপনে উৎসাহিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ভক্তদের নিকট হরিচাঁদ ঠাকুর কি রকম অবতার?
ক. পূর্ণাবতার | খ. খণ্ডাবতার
গ. অংশাবতার | ঘ. আবেশাবতার

২. কোন ধর্মগুরু তাঁর অনুসারীদেরকে সংসারী হয়ে ধর্ম চর্চার নির্দেশ দিয়ে গেছেন?
ক. নিত্যানন্দ ঠাকুর | খ. হরিচাঁদ ঠাকুর
গ. রাম ঠাকুর | ঘ. নরোত্তম ঠাকুর

৩. ভক্ত বন্দনার সময় হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের মাথায় কি রেখেছিলেন?
ক. হাত | খ. চরণ
গ. ফুল | ঘ. ফল

৪. হরিচাঁদ ঠাকুর পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে কি করতে বলেছেন?
ক. সম্মান | খ. ভক্তি
গ. সেবা | ঘ. শ্রদ্ধা

পাঠ-৩ প্রভু জগদ্বন্ধু (আবির্ভাব - বৃন্দাবন বৃত্তান্ত)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘বৃক্ষ মহাপুরুষ’ কাহিনীটির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রভু জগদ্বন্ধুর জন্মস্থান ও তাঁর মাতা-পিতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- ‘জগৎ’ কিভাবে প্রভু জগদ্বন্ধু হলেন তা বর্ণনা করতে সমর্থ হবেন।
- প্রভু জগদ্বন্ধু কিভাবে রাধারাণীর কৃপালাভ করেছিলেন তা লিখতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্রায় সওয়াশ বছর আগের কথা। বৃন্দাবনে এক তরুণ সাধক এসেছেন। একদিন তিনি তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন, “দেখুন, আগামীকাল মধ্যাহ্নে একজন মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন। এজন্য প্রাতঃকাল থেকে তাঁকে ঘিরে সংকীর্তনের ব্যবস্থা করুন।” মহাপুরুষটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি এক বিশাল তেঁতুল গাছ দেখিয়ে বললেন, “ইনিই সেই মহাপুরুষ।”

তরুণ সাধকের বাক্যের প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস ছিল প্রবল। তাঁরা ঐ বৃক্ষকে ঘিরে অষ্টপ্রহর নামকীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। পরদিন মধ্যাহ্নে সত্যি দেখা গেল, ঝড়-বৃষ্টি কোথাও কিছু নেই, ভক্তদের কীর্তন পরিক্রমার মধ্যে গাছটি হঠাৎ মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ল। ‘বৃক্ষ মহাপুরুষ’ সম্বন্ধে তরুণ সাধকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু

এই তরুণ সাধকই হলেন পরবর্তীকালের প্রভু জগদ্বন্ধু। মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মে প্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভূত হন। পিতা দীননাথ চক্রবর্তী, মাতা বামাদেবী। দীননাথ চক্রবর্তী (ন্যায়রত্ন) শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। অধ্যাপনার বৃত্তি অবলম্বন করে তিনি মুর্শিদাবাদের এ অঞ্চলে এসে বাস করেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুল বিগ্রহ রাধা-গোবিন্দের সেবাপূজা করতেন। ‘জগৎ’ তাদের তৃতীয় সন্তান।

মুর্শিদাবাদে স্বর্ণময়ীর প্রাসাদে এসেছেন এক সন্ন্যাসী। ভবিষ্যতের শুভা-শুভ জানার জন্য বহুলোক সেখানে উপস্থিত। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর ছেলের ঠিকুজিখানা সন্ন্যাসীকে দেখাতে ছিলেন। সন্ন্যাসী বললেন, “আমি ভাল করেই সব দেখলাম। এই ঠিকুজি যাঁর তাঁকে একবার আমাকে দেখাতে পারেন?” পণ্ডিত দীননাথ চক্রবর্তী বাড়ি ফিরে শিশু জগদ্বন্ধুকে কোলে করে সন্ন্যাসীর নিকট এলেন। সন্ন্যাসী পরম শ্রদ্ধাভরে শিশুটিকে মাথায় তুলে নিয়ে বললেন, “এই বালকের চরণ মাথায় ছোঁয়াতে পেরে কৃতার্থ হলাম। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণজীর জন্মের সময় যে পাঁচটি গ্রহের যোগ হয়েছিল, এ শিশুর জন্মলগ্নেও দেখলাম সেই লক্ষণ। এ যে রাজা হবে।” উত্তরে জগদ্বন্ধুর পিতা বললেন, “সাধুজী মাপ করবেন। আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; আমার ছেলে কি করে রাজা হবে?” মৃদু হেসে

সন্ন্যাসী বললেন, "ভোগের রাজা নয়, যোগের রাজা।" সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে দীননাথ মনে মনে আনন্দিত হয়ে পুত্রকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

শৈশবেই 'জগৎ' মাকে হারালেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীননাথ মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুরে। মাতৃহারা জগতের লালন-পালনের ভার নিলেন তাঁর জেঠতুতো বোন দিগম্বরী। পাঁচ বছর বয়সে জগদ্বন্ধুকে হাতে খড়ি দেওয়ার পর পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন পরলোকগমন করলেন। এর কয়েক মাসের মধ্যে পদ্মার ভাঙনে গোবিন্দপুরের বাড়িটি তলিয়ে যায়। তখন ফরিদপুর শহরের নিকটে ব্রাহ্মণকান্দায় চক্রবর্তী পরিবার এসে বসবাস করতে থাকেন।

প্রথমে গ্রামের পাঠশালাতেই জগদ্বন্ধুর লেখাপড়া শুরু হয়। তারপর নদীয়া জেলার আলমপুর গ্রামের স্কুলে। সেখান থেকে ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে এবং পরে জেলা স্কুলে জগদ্বন্ধু পড়াশুনা করেন। এরপর পাবনা ও রাচিতে পড়াশুনা করে জগদ্বন্ধু এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

জগদ্বন্ধু নিজে হরিনামে পাগল, পাবনায় এসে তিনি তাঁর মনের মত এক সঙ্গী পেলেন আর এক পাগলকে। লোকে সেই পাগলকে ডাকত হারান ক্ষ্যাপা বলে। জগদ্বন্ধুকে দেখেই হারা ক্ষ্যাপা 'জগারে জগা' বলে নাচতে লাগলেন। জগদ্বন্ধু ক্ষ্যাপাকে বলতেন, 'বুড়ো শিব'। আর ক্ষ্যাপাও জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে বলতেন, "জগা মানুষ নয়, সাক্ষাৎ গোরা ; জগা রাজা, আর সবাই প্রজা।" দেখতে দেখতে জগদ্বন্ধুর মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জগদ্বন্ধুর হরিনামে মেতে উঠলেন। তিনি ফরিদপুরে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়িতে এসে হরিনাম প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। বাকচর, বদরপুর প্রভৃতি স্থান হল তাঁর হরিনাম প্রচারের ক্ষেত্র। তিনি কীর্তনের দল গঠন করলেন। তাঁর ভক্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। ভক্তরা আর 'জগৎ' বলে না, বলে প্রভু জগদ্বন্ধু। এই নামের মধ্যেই যেন তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি জগতের বন্ধু। সকলকেই তিনি বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে বড়-ছোট ভেদ ছিল না।

জগদ্বন্ধু তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। তীর্থে তীর্থে গ্রামে গ্রামে হরিনাম বিলিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে। গভীর সাধনায় রত হলেন তিনি। ব্রজের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাঁর প্রাণ রাধারাণীর কৃপার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার কখনও তিনি গভীর আকুতিতে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে তীরে পরিক্রমা করছেন।

ভক্তের আর্তিতে ইষ্ট তুষ্ট হলেন। পরম আরাধ্যা মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন মিলল। সাধক জগদ্বন্ধু হতচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি ধীরে ধীরে লিখলেন–

"জয় রাধে ধর্ম, জয় রাধে জয়
জয় রাধে কর্ম, জয় রাধে জয়।"

রাধারাণীর কৃপা পাওয়ার পর জগদ্বন্ধুর জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁর কণ্ঠে আর কখনও রাধা নাম উচ্চারিত হয় নি। রাধা নাম শুনলেও তাঁর দেহে প্রেম বিকার সৃষ্টি হতো। তাই তিনি রাধা নাম এড়িয়ে চলতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'বৃক্ষ মহাপুরুষ' সম্বন্ধে কোন সাধক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?
ক. প্রভু জগদ্বন্ধু — খ. প্রভু নিত্যানন্দ
গ. প্রভু অদ্বৈত — ঘ. প্রভু রঘুনাথ

২. প্রভু জগদ্বন্ধু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. বাকচরে — খ. ডাহাপাড়া গ্রামে

গ. ব্রাহ্মণকান্দায় ঘ. গোবিন্দপুরে

৩. রাধানাম শুনলে কার দেহে প্রেমবিকার সৃষ্টি হতো?
ক. শ্রীচৈতন্যের খ. নিত্যানন্দের
গ. জগদ্বন্ধুর ঘ. শ্রীবাসের

পাঠ-৪ প্রভু জগদ্বন্ধু

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি শেষে আপনি-

- বাগদী, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি প্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহানাম সম্প্রদায় কিভাবে গড়ে ওঠে তা বলতে পারবেন।
- শ্রী অঙ্গন প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রভু জগদ্বন্ধুর গম্ভীরা লীলার পরিচয় দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বৃন্দাবন থেকে প্রভু জগদ্বন্ধু ফিরে এলেন ফরিদপুরে। ১৮৯০ সালে ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভু আসন পাতলেন। সে সময় ফরিদপুর শহরতলীতে বেশ কিছু বাগদী বাস করত। নীলকর সাহেবরা এদেরকে এনেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও শূকর মেরে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত এবং অস্পৃশ্য এই বাগদীরা। এদের খ্রিস্টান করবার জন্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সংবাদ কোন আলোড়নই সৃষ্টি করতে পারেনি। করুণাময় প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রাণ কেঁদে উঠল। ব্যাকুল হয়ে তিনি বাগদীদের সর্দার রজনী মোড়লকে ডেকে পাঠালেন। বাগদীদের পাড়ায় প্রভু জগদ্বন্ধু পরিচিত ছিলেন 'প্রভু' নামে। সেই প্রভু ডেকেছেন শুনে রজনী ব্রাহ্মণকান্দায় ছুটে এলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু তাকে দেখেই "রজনী এসেছো, রজনী এসেছো" বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দিব্যদেহের আলিঙ্গনে রজনী ধন্য হল। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "রজনী, তোমরা নাকি খ্রিস্টান হতে চাও? কেন বল তো?" রজনী বললেন, "প্রভু, আমরা বুনোজাতি; সবাই আমাদের নীচু মনে করে পায়ে ঠেলে রাখেন। খ্রিস্টান হলে আমাদের সে অবস্থা থাকবে না।"

মানব প্রেমিক জগদ্বন্ধু বললেন, "কে বলে তোমরা নীচ? তোমরা মানুষ। মানুষের মধ্যে আবার উচ্চ-নীচ কি? আর এ জাতি সে জাতিই বা কি? শ্রীহরির দাস তোমরা। তোমাদের পাড়ার সবাই মহান্ত বংশ। আর তোমার নাম হরিদাস মহান্ত। ভুবন মঙ্গল হরিনাম কর, সকলে ধন্য হও। অচিরে তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচবে।"

প্রভু জগদ্বন্ধুর কথায় রজনীর মন গলে গেল। তিনি যেন নতুন মানুষরূপে জন্মলাভ করলেন। পায়ের তলায় তাঁর নতুন পৃথিবী, মাথার উপর তাঁর নতুন আকাশ। খ্রিস্টান হওয়ার ইচ্ছা তাঁর দূর হয়ে গেল। রজনীর সাথে সাথে বাগদীপাড়ার সবাই হলেন প্রভুর পরম ভক্ত। জগদ্বন্ধুর নিকট থেকে খোল-করতাল পেয়ে তাঁরা নামকীর্তনে মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। কীর্তনীয়া হিসেবেও তাঁদের নাম চারদিকে প্রচার হয়ে পড়ল।

কলকাতার রামবাগানের ডোম সমাজের উপরও মানব-প্রেমিক প্রভু জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি পড়ে। প্রভু ডোমদের হীনমন্যতা দূর করলেন। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষরূপে মাথা উঁচু করে সমাজে চলার উদ্দীপনা এনে দিলেন তাদের মধ্যে। প্রভু জগদ্বন্ধু হরিনামের মাধ্যমে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের লোকদের একত্র সম্মেলন ও মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থানের মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুরে স্থায়িভাবে বাস করতে চান। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলময় স্থানে শ্রী অঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হল। এখানেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৩০৯ সালের আষাঢ় থেকে শুরু করে ১৩২৫ সালের ১৬ই ফাল্গুন পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস প্রভুর গম্ভীরালীলা চলে। এ সময় প্রভু জানালাবিহীন ছোট একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। কারও সঙ্গে তিনি কথা বলতেন না।

১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন প্রভু অগণিত ভক্তকে চোখের জলে ভাসিয়ে অমৃতময় নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু বহু কীর্তনসহ 'শ্রীশ্রীহরিকথা', 'চন্দ্রপাত' ও ত্রিকালগ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর কয়েকটি উপদেশ-

১। শ্রীকৃষ্ণ সব জানলেও নিজমুখে সব বলতে হয়, প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়।

২। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম শিখবে, জপবে, চিন্তা করবে। কৃষ্ণই গতি, কৃষ্ণই পতি– এটাই সারকথা পরম ধর্ম।

৩। – ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

৪। পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা বিষবৎ ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

৫। তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র। এই মন্ত্র গুপ্ত নয়, সর্বদা প্রকাশ্য। তোমরা দেশে হরিনাম প্রচার কর। হরিনামে সৃষ্টি রক্ষা পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. "রজনী এসেছো, রজনী এসেছো" বলে কে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন?
ক. প্রভু দীনবন্ধু
খ. প্রভু জগদ্বন্ধু
গ. প্রভু যুগলবন্ধু
ঘ. প্রভু মানববন্ধু

২. প্রভু জগদ্বন্ধুর হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে কোন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে?
ক. মহানাম সম্প্রদায়
খ. কীর্তন সম্প্রদায়
গ. হরি সম্প্রদায়
ঘ. হরিনাম সম্প্রদায়

৩. শ্রী অঙ্গন কোথায় অবস্থিত?
ক. মুর্শিদাবাদে
খ. ফরিদপুরে
গ. মাদারীপুরে
ঘ. দিনাজপুরে

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম, পিতার পরিচয় ও তাঁর বাল্যকাল বর্ণনা করুন।
[পাঠ-১-এর প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন]

২. মতুয়াবাদ বলতে কি বোঝায়? মতুয়া সম্প্রদায়ের মূলকথা বর্ণনা করুন।
[পাঠ-১-এর শেষাংশ পড়ুন]

৩. হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে তার ভক্তদের বিশ্বাস বর্ণনা করুন।
[পাঠ-২-এর প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন]

৪. মতুয়াবাদে ঠাকুরের আদর্শ বর্ণনা করুন। [পাঠ-২-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]

৫. প্রভু জগদ্বন্ধুর পিতা-মাতার পরিচয়সহ তাঁর ছাত্রজীবন বর্ণনা করুন।
[পাঠ-৩-এর দ্বিতীয় ও পঞ্চম অনুচ্ছেদ পড়ুন]

৬. প্রভু জগদ্বন্ধুর রাধারাণীর কৃপালাভের কাহিনী বর্ণনা করুন।
[পাঠ-২-এর শেষাংশ দেখুন]

৭. বাগদী ও ডোমদের প্রতি প্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপার কাহিনী বর্ণনা করুন।
[পাঠ-৪-এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখুন]

৮. প্রভু জগদ্বন্ধুর চারটি উপদেশ উদ্ধৃত করুন। [পাঠ-৪-এর শেষাংশ অনুচ্ছেদ দেখুন]

৯. **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

ক. হরিচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাজীবন বর্ণনা করুন।
[পাঠ-২-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]

খ. হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ বর্ণনা করুন। [পাঠ-২-এর ঠাকুরের আদর্শ পড়ুন]

গ. জগদ্বন্ধু ঠিকজি দেখে সন্ন্যাসী কি বলেছিলেন?
[পাঠ-৩-এর চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখুন]

ঘ. প্রভু জগদ্বন্ধুর গম্ভীরালীলা বর্ণনা করুন। [পাঠ-৪-এর শেষাংশ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.১

১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.২

১. ক ; ২. খ ; ৩. গ ; ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৩

১. ক ; ২. খ ; ৩. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৪

১. খ ; ২. ক ; ৩. খ

প্রয়োজনীয় অংশ নোট করুন